তারিখ 31 JUL 1993 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

আজকের কাগজ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।। ছাত্র–ছাত্রীদের হল ত্যাগ

ছাত্রদলের ২১ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা

সাভার থেকে জাহিদুর রহমান : শিক্ষক–ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের জের হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি হলের ছাত্র–ছাত্রীরা গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগ করেছে। কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সহ–সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২১ জন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে সাভার থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা করেছে মামলা নং–৭১। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমানের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিকে কেন্দ্র করে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ১৯৯২ সালের ৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি পুরাতন মাইক্রোবাস কেনার জন্যে টেন্ডার বাক্স থেকে একটি দরপত্র জোর করে ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলা রক্ষা কমিটির সুপারিশে গত ২৬ জুলাই সিন্ডিকেটের ৩৯ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ছাত্রকে ৩ বছরের জন্যে বহিষ্কার করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া থেকে ২ শতাধিক মুখোশধারী ছাত্র বাঁশ, লাঠি, রড, হকিস্টিক সজ্জিত হয়ে একটি জঙ্গী মিছিল বের করে হামলা চালায়।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় উপাচার্য পদত্যাগপত্র পেশ করে ঢাকায় চলে যান। তিনি সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করেন এবং সেখানেও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানান। তবে তার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি বলে জানা গেছে। উপাচার্য সালেহ আহমেদ আর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন না বলে জানা গেছে। ভিসি বাসভবনেই অবস্থান করছেন।

ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা জেলার সিনিয়র এসপি, সাভার থানার এএসপি (সার্কেল), ওসি, ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কিছু সংখ্যক পুলিশ ভাংচুরের ঘটনার পর গেলে এক দল উত্তেজিত শিক্ষক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কারণ, হামলার সময় পুলিশ ছিলো নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

ভাংচুরে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।